সংকলন ও সম্পাদনা | তারেকুজ্জামান
প্রকাশক | মুফতি ইউনুস মাহবুব
প্রচ্ছদ | হাসান রায়হান
বিন্যাস | মাহদি হাসান

উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

সংকলন ও সম্পাদনা
তারেকুজ্জামান

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

উসওয়াতুন হাসানাহ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৩৯ হিজরী / নভেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ
রজব ১৪৩৯ হিজরী / মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী

পরিবেশক

খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, তয় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক

khidmahshop.com
wafilife.com
amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

অভিমত

আল্লাহর রাসুলের জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি উসওয়াতুন হাসানাহ। তিনি কুদওয়াতুন রাফিআহ। পদে পদে তার অনুসরণেই মাঝেই রয়েছে শান্তি এবং মুক্তি। তার জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত শত গ্রন্থ, যার সঠিক হিসেব উদঘাটন করা রীতিমতো সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কোনো দিন খুঁজে পাওয়া হয়তো দায় হবে, যেদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও থেকে তাকে নিয়ে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। এত এত সিরাতগ্রন্থের সুবিশাল ভাণ্ডারে তার জীবনকে শিক্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে খুব কম গ্রন্থে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতে শুধুই তার জীবনীকে বিশুদ্ধ রূপে উল্লেখ করেই ক্ষান্তি দেওয়া হয়নি; বরং প্রতিটি ঘটনা থেকে পরম যতনে বের করে আনা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব শিক্ষা; শুধু শিক্ষাই তো নয়, একজন সত্যসন্ধানী মুমিনের জীবন পথের পাথেয়। গ্রন্থের কলেবরকেও সব শ্রেণির পাঠকের কথা বিবেচনা করে ছোট রাখা হয়েছে। প্রিয় পাঠক, আসুন, সিরাতের এই সরোবরে অবগাহন করি, নববি দীপাধার থেকে আলো সংগ্রহ করে জীবনকে করে তুলি আলোকিত।

- আলী হাসান উসামা

সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

জন্ম ও পরিবার: ১৯৮৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার দিনের প্রথম প্রহরে পাবনা জেলার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে তার জন্ম। চার ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় এ সন্তান ছোটকাল থেকেই আকর্ষণীয় অবয়ব, শান্ত প্রকৃতি ও অসাধারণ মেধাবলে সবার মন জয় করে ফেলেন। বাবা ডাক্তার ও মা গৃহিণী, দু'জনেই অত্যন্ত দীনদার ও পরহেযগার। বড় ভাই লালমাটিয়া মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক ও মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।

মেধা ও লেখাপড়া: জন্মগতভাবে অসামান্য মেধার অধিকারী তরুণ এ আলেম মাত্র চার বছর বয়সেই মায়ের কাছে দীনশিক্ষা ও লেখাপড়া শুরু করেন। ক্লাস ফোর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিক্ষায় প্রতিটি বিভাগে ১ম স্থান অর্জন করে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বিশেষত অঙ্কে তার মেধা ও দক্ষতা ছিলো ঈর্ষনীয় পর্যায়ের। দশ বছর বয়সে ক্লাস ফাইভ শেষ করে মাদরাসায় পদার্পন করেন। তানযীম বোর্ডে মক্তব বিভাগের কেন্দ্রীয় পরিক্ষায় বোর্ডে ২য় স্থান অর্জন করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মাদরাসার প্রাথমিক শিক্ষা পাবনাতেই সম্পন্ন করে পাড়ি জমান সুদূর যশোরে। সেখানে পেয়ে যান অসামান্য প্রতিভাধর আলেমে দীন মুফতী আ. রাযযাক দা. বা. এর সংস্পর্শ। মহান আত্মোত্যাগী এ উস্তাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে লাগাতার চার বছর অবস্থান করে উর্দু, ফারসী, নাহু, সরফ ও মানতেকের উপর অসামান্য বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর মেখল ও হাটহাজারী মাদরাসাতেও কয়েক হাজার ছাত্রের মাঝে ১ম স্থান ধরে রেখে সর্বশেষ ঢাকার বসুন্ধরা মাদরাসা থেকে মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। বসুন্ধরা বোর্ডের আওতাধীন বোর্ড পরিক্ষায় উভয় জামাতে ১ম স্থান অর্জনসহ অত্যন্ত ভালো ফলাফলের সুবাদে বসুন্ধরা মাদরাসায় তাখাসসুসাত শেষ করে উস্তাদ হিসেবে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে ফিকহে বুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে বরেণ্য ফকীহ ও মুফতী মিযানুর রহমান সাঈদ দা. বা. এর সাথে তিনি মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে চলে আসেন। এখানেও অত্যন্ত সুনামের সাথে ১ম স্থান ধরে রেখে তিন বছর ইফতা পড়ার পাশাপাশি উলূমুল হাদীসও সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন: পড়ালেখা শেষ করে মুফতী মিযান সাহেবের পরামর্শক্রমে মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়াতেই উস্তাদ হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি মেশকাত ও দাওরাসহ ইফতা, উলূমুল হাদীস, তাফসীর ও আরবী আদব বিভাগে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সহিত শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

লিখনী ও অবদান: ছাত্র ও কর্মজীবনে সমভাবে তৎপর প্রতিভাবান এ আলেমে দীন পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখিতেও যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত "গোনাহময় জীবনে তাওবার পরশ" এবং মৌলিক রচনা "ইসলামী বিবাহের রূপরেখা", "একসাথে তিন তালাক ও তার বিধান", "শরয়ী মানদণ্ডে ছবি-ভিডিও'র রূপরেখা", "বাহরে শীর শরহে নাহবেমীর" এর পাশাপাশি দশটিরও অধিক তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও রচনা রয়েছে। দলীলভিত্তিক প্রামাণ্য নামাযের উপর তাঁর পাঁচশত পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ কলেবরের একটি বই প্রকাশের পথে। এছাড়া তিনি অনেকগুলো বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন। তিনি islamandlife.org নামক একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে প্রশ্নোত্তর বিভাগে কাজ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সবচে বৃহৎ কীর্তি হলো, বিখ্যাত "আল মাকতাবাতুল কামিলা" নামে সমৃদ্ধ একটি অফলাইন লাইব্রেরী প্রণয়ন। এতে প্রায় দশ কোটি টাকা সমমূল্যের পিডিএফ ফাইলের আরবী, উর্দু ও বাংলা কিতাব সন্নিবেশিত করেছেন। মাকতাবাতুল আযহারের মধ্যস্থতায় তা এখন বাংলাদেশের অসংখ্য আলেমের কিতাবের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা: জাগ্রত চিন্তা ও উন্নত চিন্তা-চেতনার অধিকারী এ তরুণ আলেমের ভাবনা সুদূরপ্রসারী। অনুসন্ধানী মানসিকতা, ব্যাপক অধ্যায়ন ও বিশ্ব পরিস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি থেকে তিনি মুসলিম উম্মাহের প্রতি অসামান্য দরদ অনুভব করেন। যে কোনো মূল্যে তিনি তাদের জাগিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। লেখনি, বক্তৃতা ও তা'লীম-তারবিয়াতের মাধ্যমে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার যে অদম্য আগ্রহ তাঁর, তা এককথায় প্রশংসনীয় ও যুগোপযোগী এক পদক্ষেপ। আমরা তাঁর সৎ লক্ষ্য পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি ও তাঁর জীবনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

সূচিপত্র

ভূমিকা ---------- ২৩
তৎকালীন আরবের অবস্থান ---------- ২৯
আরবের ভৌগলিক অবস্থান ---------- ২৯
আরবের আয়তন ---------- ২৯
ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আরবের অধিবাসীগণ ---------- ২৯
আরবের সম্প্রদায়সমূহ ---------- ৩০
তৎকালীন আরবের অবস্থা ---------- ৩০
রাজনৈতিক অবস্থা ---------- ৩০
সামাজিক অবস্থা ---------- ৩১
নারীর অবস্থান ---------- ৩১
কন্যা সন্তানদের অবস্থা ---------- ৩২
নৈতিকতা বিবর্জিত অবস্থা ---------- ৩২
অর্থনৈতিক অবস্থা ---------- ৩৩
ধর্মীয় অবস্থা ---------- ৩৩
রাসূল ﷺ এর বংশ পরিচিতি ---------- ৩৪
পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা ---------- ৩৪
মাতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা ---------- ৩৪
রাসূল ﷺ এর শুভ জন্ম ও দুগ্ধপান ---------- ৩৫
পিতৃছায়া ---------- ৩৭
রাসূল ﷺ এর পেশা ---------- ৩৭
বক্ষ বিদারণ ---------- ৩৯
চলে গেলেন মমতাময়ী মা ---------- ৩৯

দাদার স্নেহের ছায়াতলে ---- ৪০
চাচার তত্ত্বাবধানে ---- ৪০
শামের পথে, সান্নিধ্যে আসলেন বাহীরা রাহিব ---- ৪১
ফিজার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুযূল ---- ৪২
ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন ---- ৪৩
খাদীজা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ ---- ৪৪
কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ ও হাজারে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা--- ৪৫
নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত ---- ৪৭

নবুওয়াতী জীবন

রিসালাত ও দাওয়াত ---- ৪৯

নবুওয়াতের আলোকধারা

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতায় ---- ৫০
নবুওয়াত প্রাপ্তি ---- ৫১
ওহী নিয়ে জিবরাঈল আ. এর আগমন ---- ৫২
রাসূল ﷺ এর উপর দায়িত্ব অর্পণ ---- ৫৪

দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ঃ

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ ---- ৫৮
তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার ---- ৫৮
ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীগণ ---- ৫৮
সালাত আদায় ---- ৫৯

দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ---------- ৬১
প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ ---------- ৬১
আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ইসলাম প্রচার ---------- ৬১
সাফা পর্বতের উপর ---------- ৬৩

দাওয়াত বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ

হাজ্ব যাত্রীগণকে বাধা দেওয়ার সভা ---------- ৬৫
হক্বের বিরুদ্ধাচরণে বাতিলের নানান পন্থা অবলম্বন ----------৬৭
প্রথম পন্থাঃ মানসিক কষ্ট প্রদান ---------- ৬৭
দ্বিতীয় পন্থাঃ শারীরিক কষ্ট প্রদান ---------- ৭০
রাসূল ﷺ এর উপর অকথ্য নির্যাতন ---------- ৭১
সাহাবায়ে কেরামগণের উপর নির্যাতন ---------- ৭৪
আরকাম রাযি. এর বাড়িতে ---------- ৭৬
আবু তালিবের নিকটে কুরাইশ প্রতিনিধি দল ---------- ৭৭
আবু তালিবকে কুরাইশদের হুমকি ---------- ৭৭
আবু তালিবের কাছে কুরাইশ প্রতিনিধি দলের পুনরায় গমন ---------- ৭৯
হাবশায় মুসলিমদের প্রথম হিজরত ----------৮০
হাবশায় হিজরতকারী মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন ---------- ৮১
হাবশায় মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরত ----------৮৩
কুরাইশদের নতুন ষড়যন্ত্র ----------৮৩
নাজ্জাশীর সভায় মুসলিমদের আগমন ----------৮৪
জাফর রাযি. এর ঐতিহাসিক ভাষণ ---------- ৮৫
মুসলিমগণ ও নাজ্জাশীর মাঝে শত্রুতা বাঁধানোর চেষ্টা ----------৮৬

অত্যাচারে কাফেরদের কঠোরতা অবলম্বন ----৮৮
বড় বড় সাহাবাগণের ইসলাম গ্রহণ ---- ৮৯
হামযা রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ ---- ৮৯
উমর রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ ---- ৯০
রাসূল ﷺ এর কাছে কুরাইশ প্রতিনিধি ---- ৯৫
রাসূল ﷺ এর সাথে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কথোপকথন ---- ৯৭
রাসূল ﷺ কে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহেলের অঙ্গীকার ---- ৯৮
কাফেরদের পক্ষ থেকে আপোষ করার চেষ্টা ---- ৯৯
আবু তালিব ও তার আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থান ----১০২
বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনকে বয়কট ----১০২
শিআবে আবু তালিবে ----১০৩
বিনষ্ট হয়ে পড়লো অঙ্গীকারনামা ----১০৪
আবু তালিবের নিকট কুরাইশদের শেষবার গমন ---- ১০৭

শোকের বছর

আবু তালিবের মৃত্যু ---- ১০৯
খাদীজা রাযি. এর ইন্তেকাল ---- ১১০
দুঃখের উপর দুঃখ ---- ১১১
পবিত্র মিরাজ ---- ১১২
মিরাজের সময়কাল ---- ১১২
পবিত্র মিরাজের ঘটনার বিবরণ ---- ১১২
সাওদাহ রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ ---- ১১৩
প্রথম পর্যায়ের মুসলিমগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ-- ১১৪

দাওয়াতের তৃতীয় পর্যায়ঃ

মক্কাভূমির বাহিরে ইসলাম প্রচার ---- ১২১
তায়েফে রাসূল ﷺ ---- ১২১
বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ---- ১২৪
বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রদান ---- ১২৫
দাওয়াতের কৌশল পরিবর্তন ---- ১২৫
ইয়াসরিবের ছয়জন পুণ্যবান ব্যক্তি ---- ১২৬
আয়েশা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ ---- ১২৭
আকাবার প্রথম বাইআত ---- ১২৭
মদীনায় ইসলাম প্রচারক দল প্রেরণ ---- ১২৮
মদীনায় আনসার হাউজ ---- ১২৮
আকাবার দ্বিতীয় শপথ ---- ১২৯
বাইআতের বিষয়সমূহ ---- ১৩০
বাইআতের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর পুনঃস্মরণ ---- ১৩১
বাইআতের পূর্ণতা ---- ১৩২
চুক্তির কথা ফাঁস ---- ১৩৩
আনসারদের অবস্থান ---- ১৩৩
ইয়াসরিবের নেতাদের সামনে কুরাইশ মুশরিকদের গমন ---- ১৩৪
সংবাদের সত্যতা জ্ঞাত হওয়া ও বাইআত গ্রহণকারীদের পশ্চাদ্ধাবন ---- ১৩৪
মদীনায় হিজরতের প্রথম দল ---- ১৩৫
দারুন নাদওয়াতে কুরাইশদের চক্রান্ত ---- ১৩৭
চক্রান্তের বিস্তারিত ঘটনা ---- ১৩৮
রাসূল ﷺ এর হিজরত ---- ১৩৮
রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও ---- ১৩৯
হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলের গৃহ ত্যাগ ---- ১৪০

গৃহ থেকে গুহার পথে ---------- ১৪১
গারে সাওরে প্রবেশ ---------- ১৪১
কুরাইশদের হীন প্রচেষ্টা ---------- ১৪২
মদীনার পথে ---------- ১৪৩
হিজরতের পথে ঘটিত কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ---------- ১৪৩
কুবাতে আগমন ---------- ১৪৪
মদীনায় প্রবেশ ---------- ১৪৫
মদীনায় অবস্থানকাল ---------- ১৪৬
মদীনায় বসবাসরত অধিবাসীগণ ---------- ১৪৬

প্রথম পর্যায়:

নতুন রাষ্ট্র গঠন ---------- ১৪৮
মাসজিদুন নাববী নির্মাণ ---------- ১৪৮
মাসজিদে নাববীর কার্যক্রম ---------- ১৪৮
আযান ব্যবস্থা ---------- ১৪৯
আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ---------- ১৪৯
মুহাজির, আনসার ও ইয়াহুদীদের মাঝে চুক্তিপত্র ---------- ১৫০
অস্ত্রের ঝনঝনানি ---------- ১৫২
মুহাজিরগণকে কুরাইশ কাফেরদের ধমক প্রদান ---------- ১৫৩
যুদ্ধের অনুমতি ---------- ১৫৩
বদর যুদ্ধের পূর্বকার সারিয়্যাহ ও গযওয়া'সমূহ ---------- ১৫৫
গযওয়ায়ে বদর আল-কুবরা [দ্বিতীয় হিজরী ১৭ই রমজান] ---------- ১৫৮
যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ ---------- ১৫৮
ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ: ---------- ১৫৮
অবস্থার পর্যালোচনা ---------- ১৫৯
সাহাবায়ে কেরামগণের সঙ্গে সামরিক পরামর্শ ---------- ১৬০

আল্লাহর সাহায্যে রহমতের বৃষ্টি ---- ১৬১
লড়াইয়ের সূচনা ---- ১৬১
সাহাবায়ে কেরামদের আত্মোত্যাগ ---- ১৬২
আবু জাহেলের পতন ---- ১৬২
যুদ্ধে ঘটিত মোজেযাসমূহ ---- ১৬৩
একটি চেতনাদীপ্ত ঘটনা ---- ১৬৪
যুদ্ধের ফলাফল ---- ১৬৪
বন্দীদের সম্পর্কে ফায়সালা ---- ১৬৫
বন্দীদের অবস্থা ও তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় ---- ১৬৫
এই বছরের বিবিধ ঘটনাবলী ---- ১৬৭
বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের তৎপরতা ---- ১৬৭
অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন ---- ১৬৯
গযওয়ায়ে উহুদ [তৃতীয় হিজরী ১১ই শাওয়াল] ---- ১৭২
কুরাইশদের প্রস্তুতি ---- ১৭২
কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ---- ১৭৩
আকস্মিক যুদ্ধাবস্থা মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রস্তুতি ---- ১৭৪
মুসলিমদের পরামর্শ সভা ---- ১৭৪
মুসলিম বাহিনীর রণযাত্রা ---- ১৭৫
সাহাবায়ে কেরামের মাঝে জিহাদের স্পৃহা ---- ১৭৬
পত্নীর বক্ষ ছেড়ে তরবারির ধারের উপর ---- ১৭৭
মুসলিমদের সেনা বিন্যাস ---- ১৭৭
যুদ্ধের ঘটনাবলী ---- ১৭৮
মুশরিকদের পরাজয় ---- ১৭৯
রাসূল ﷺ এর বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ---- ১৮০
মুসলিমদের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ---- ১৮১
রাসূল ﷺ এর আশপাশে রক্তক্ষয়ী লড়াই ---- ১৮২
সাহাবাদের একত্রিত হওয়ার সূচনা ---- ১৮৪

শহীদ হওয়ার খবর ও তার প্রতিক্রিয়া ---------- ১৮৬
যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর পুনরায় আধিপত্য লাভ ---------- ১৮৬
উবাই ইবনে খালাফের হত্যা ---------- ১৮৭
রাসূল ﷺ এর পাহাড়ে আরোহণ ---------- ১৮৮
মুশরিকদের শেষ প্রচেষ্টা ---------- ১৮৮
শহীদগণকে মুসলাকরণ ---------- ১৮৯
আবু সুফইয়ানের আনন্দ প্রকাশ ও উমর রাযি. এর সাথে কথোপকথন ---------- ১৮৯
দ্বিতীয়বার বদরে লড়াই করার ঘোষণা ---------- ১৮৯
শহীদ ও আহতদের খোঁজ ---------- ১৯০
শহীদদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা ---------- ১৯১
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ---------- ১৯২
শহীদ ও কাফেরদের নিহতের সংখ্যা ---------- ১৯৩
গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ ---------- ১৯৩
উহুদ যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কারা বিজয়ী হয়েছিলো? ---------- ১৯৪
এ যুদ্ধে মহান রবের উদ্দেশ্য ও রহস্য ---------- ১৯৬
উহুদ ও আহযাব যুদ্ধের মধ্যবর্তী অভিযানসমূহ ---------- ১৯৭
গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক যুদ্ধ) [পঞ্চম হিজরী শাওয়াল মাস] ---------- ২০২
গযওয়ায়ে বনু কুরাইযাহ ---------- ২০৯
আহযাব যুদ্ধের পর ঘটিত ঘটনাবলী ---------- ২১৩
গযওয়ায়ে বনু মুসতালিক বা মুরাইসী ---------- ২১৭
এ যুদ্ধে মুনাফিকদের কার্যকলাপ ---------- ২১৮
গযওয়ায়ে বনু মুসতালিকের পর সামরিক অভিযানসমূহ ---------- ২২৩
হুদাইবিয়ার সন্ধি [ষষ্ঠ হিজরী যুলকা'দাহ মাস] ---------- ২২৬
উমরাহ করার সংকল্প ---------- ২২৬
আল্লাহর ঘর থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা ---------- ২২৭
বুদাইল ইবনে ওয়ারক্বা এর আগমন ---------- ২২৮
কুরাইশদের দূত প্রেরণ ---------- ২২৮

কুরাইশ যুবকদের হঠকারিতা ---- ২৩০
দূত হিসেবে উসমান রাযি. কে প্রেরণ ---- ২৩০
উসমান রাযি. এর শাহাদাতের গুজব ও বাইআতে রিযওয়ান ---- ২৩০
সন্ধি-চুক্তি ---- ২৩১
আবু জান্দালের ফিরে যাওয়া ---- ২৩৪
উমরাহ হতে হালাল হওয়া ---- ২৩৫
মুহাজিরাগণকে ফেরত না দেওয়া ---- ২৩৫
উমর রাযি. এর বিষণ্নতা ---- ২৩৫
সন্ধির পর্যালোচনা ---- ২৩৬
দুর্বল মুসলিমদের অবস্থার সমাধান ---- ২৩৭
কুরাইশদের কলিজাসম পুত্রদের ইসলাম গ্রহণ ---- ২৩৮

দ্বিতীয় পর্যায়:

পরিবর্তনের নতুন ধারা ---- ২৩৯
বাদশাদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ ---- ২৩৯
হুদায়বিয়া সন্ধির পরে পরিচালিত সামরিক অভিযান ---- ২৫০
গযওয়ায়ে যু-কারাদ বা গাবাহ ---- ২৫০
গযওয়ায়ে খায়বার [মুহাররম সপ্তম হিজরী] ---- ২৫২
যুদ্ধের কারণ ---- ২৫২
সৈন্য সংখ্যা ---- ২৫৩
মুনাফিকদের কাণ্ড-কারখানা ও খায়বারবাসীর সাহায্য চুক্তি ---- ২৫৪
খায়বারের পথে মুসলিম সেনাবাহিনী ---- ২৫৪
খায়বার অঞ্চলে ইসলামী সৈন্যদল ---- ২৫৫
খায়বারের বর্ণনা ---- ২৫৫
যুদ্ধপ্রস্তুতি ---- ২৫৬
নায়িম দুর্গ পদানত ---- ২৫৭

সা'ব ইবনে মুআয দুর্গ ----- ২৫৮
যুবায়ের দুর্গ ----- ২৫৯
উবাই দুর্গ ----- ২৫৯
নিযার দুর্গ ----- ২৬০
খায়বারের দ্বিতীয় অঞ্চল পদানতকরণ ----- ২৬০
শহীদ ও নিহতের সংখ্যা ----- ২৬১
গনীমত বণ্টন ----- ২৬১
জাফর ও আশআরী সাহাবাগণ রাযি. এর আগমন ----- ২৬২
সাফিয়্যাহ রাযি. এর সঙ্গে বিয়ে ----- ২৬২
বিষাক্ত খাবারের ঘটনা ----- ২৬৩
ফাদাক অভিযান ----- ২৬৪
ওয়াদিল কুরা অভিযান ----- ২৬৪
তাইমা'র ইয়াহুদীদের সন্ধি-চুক্তি ----- ২৬৫
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ----- ২৬৫
সারিয়ায়ে আবান ইবনে সাঈদ ----- ২৬৬
সপ্তম হিজরীর অন্যান্য গযওয়া ও সারিয়্যাহসমূহ ----- ২৬৬
কাযা উমরাহ ----- ২৬৯
মায়মুনাহ রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ ----- ২৭১
মুতা'র যুদ্ধ ----- ২৭১
যুদ্ধের কারণ ----- ২৭২
রাসূল ﷺ কর্তৃক আমীর ঘোষণা ----- ২৭২
পরবর্তী পরিস্থিতি ----- ২৭৩
পরামর্শ ----- ২৭৩
মুতা প্রাঙ্গণে আল্লাহর সৈনিকদল ----- ২৭৪
যুদ্ধ অবস্থা ----- ২৭৪
আল্লাহর তরবারীর হাতে ঝাণ্ডা ----- ২৭৫
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ----- ২৭৫

শহীদ ও নিহতের সংখ্যা ---- ২৭৭
যুদ্ধের ফলাফল ---- ২৭৭
যাতুস সালাসিল অভিযান ---- ২৭৮
খাযিরাহ অভিযান ---- ২৭৯
মক্কা বিজয় ---- ২৭৯
নতুন করে সন্ধি করার জন্য আবু সুফইয়ানের আগমন ---- ২৮০
গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি ---- ২৮১
মুসলিম বাহিনী মক্কার পথে ---- ২৮৩
মাররুয যাহরানে ইসলামী সৈন্য ---- ২৮৩
রাসূল ﷺ এর কাছে আবু সুফইয়ানের উপস্থিতি ---- ২৮৪
মক্কার দিকে যাত্রা ---- ২৮৫
কুরাইশদের মাথার উপর মুসলিম সৈন্যদল ---- ২৮৬
মুসলিম সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ ---- ২৮৭
মক্কায় প্রবেশ ---- ২৮৭
মাসজিদে হারামে প্রবেশ ও মূর্তি ভাঙন ---- ২৮৮
কা'বা ঘরের ভেতরে নামাজ ---- ২৮৯
কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ---- ২৮৯
বিজয়ের পর শোকরানা নামাজ ---- ২৯০
বড় বড় পাপীদের হত্যার নির্দেশ ---- ২৯১
আনসারদের মনে সান্ত্বনা ---- ২৯৩
মক্কাবাসীদের বাইআত গ্রহণ ---- ২৯৩
বিভিন্ন মূর্তি ভাঙার অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ ---- ২৯৩
গযওয়ায়ে হুনাইন ---- ২৯৬
শত্রুদের অগ্রসর হওয়া ---- ২৯৬
শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের দুরাবস্থা ---- ২৯৭
মুসলিম বাহিনীর গোয়েন্দা ---- ২৯৭
মক্কা থেকে হুনাইন ---- ২৯৭

মুসলিম সৈন্যের উপর হঠাৎ আক্রমণ ---- ২৯৮
মুসলিমদের ফিরে আসা ---- ২৯৯
হুনাইনে প্রাথমিক পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়ার কারণ ---- ২৯৯
শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন ---- ৩০১
গনীমত ---- ৩০১
গযওয়ায়ে তায়েফ ---- ৩০২
গনীমত বণ্টন ---- ৩০৩
আনসারদের দুর্ভাবনা ---- ৩০৪
হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন ---- ৩০৫
উমরাহ পালন এবং মদীনায় ফিরে আসা ---- ৩০৬
গযওয়ায়ে তাবূক [রজব, নবম হিজরী] ---- ৩০৭
তাবূক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ---- ৩০৭
মদীনায় সংবাদ ---- ৩০৮
রোমানদের প্রস্তুতি ---- ৩০৯
তাবূক সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ---- ৩০৯
দান করার জন্য রাসূল ﷺ এর উৎসাহ প্রদান ---- ৩১০
আলী রাযি. কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তকরণ ---- ৩১২
তাবূকের পথে ---- ৩১২
তাবূক প্রান্তরে ---- ৩১৩
মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে শত্রুপক্ষ থেকে আক্রমণের চেষ্টা ---- ৩১৪
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ---- ৩১৫
পেছনে থেকে যাওয়া ---- ৩১৬
মুনাফিকদের কারসাজি ---- ৩১৮
মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা করা ---- ৩১৮
মাসজিদে যিরার বিধ্বস্তকরণ ---- ৩১৯
নাজ্জাশীর মৃত্যু ---- ৩২০
রাসূল ﷺ এর কন্যার মৃত্যু ---- ৩২০

প্রথম হাজ্ব পালন ---------- ৩২১

তৃতীয় পর্যায়:

বিভিন্ন গোত্রের মদীনায় আগমন ও ইসলাম গ্রহণ ---------- ৩২২
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গযওয়াসমূহ ---------- ৩২৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত সারিয়্যাহসমূহ ---------- ৩৩১
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র ---------- ৩৩৭
বিদায় হাজ্ব ---------- ৩৩৮
সর্বশেষ সামরিক অভিযান ---------- ৩৪১

মহান প্রভুর সান্নিধ্যে

বিদায়ের লক্ষণসমূহ: ---------- ৩৪৩
রাসূল ﷺ এর অতিবাহিত শেষ রমজান ---------- ৩৪৩
বিদায় হাজ্বের সময় ইঙ্গিত প্রদান ---------- ৩৪৩
উহুদ প্রান্তে ও জান্নাতুল বাকীতে দুআ ---------- ৩৪৩
ওফাতের পূর্বে অসুস্থতার সূচনা ---------- ৩৪৪
শেষ সপ্তাহ ---------- ৩৪৪
ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে ---------- ৩৪৪
উপদেশ প্রদান ---------- ৩৪৫
কবর পূজা থেকে সাবধান ---------- ৩৪৫
পাওনা পরিশোধের আহ্বান ---------- ৩৪৫
আনসারদের সম্পর্কে নসীহত ---------- ৩৪৫
শেষ সফরের প্রতি ইঙ্গিত ---------- ৩৪৬
ওফাতের চার দিন পূর্বে ---------- ৩৪৭
ওফাতের তিন দিন পূর্বে ---------- ৩৪৮

ওফাতের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ---------- ৩৪৮
ওফাতের একদিন পূর্বে ---------- ৩৪৮

পবিত্র জীবনের শেষ দিন

আশার শেষ ফোয়ারা ---------- ৩৫০
ফাতেমা রাযি. এর আনন্দ উজ্জ্বল চেহারা ---------- ৩৫০
মৃত্যুযন্ত্রণা ---------- ৩৫২
দুঃখ বেদনার অতল সাগরে ডুবে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ---------- ৩৫২
উমর রাযি. এর অবস্থান ---------- ৩৫৩
আবু বকর রাযি. এর অবস্থান ---------- ৩৫৩
কাফন-দাফন ---------- ৩৫৫
সাল অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে রাসূল ﷺ এর জীবনীর উল্লেখযোগ্য
বিশেষ ঘটনাবলী ---------- ৩৫৬
শারীরিক গঠন ও অনুপম আখলাক ---------- ৩৬০
তথ্যপঞ্জি ---------- ৩৬৩

ভূমিকা

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন, শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধকাল– জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধনী-গরীব সব শ্রেণীর মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾

"বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ– এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্বোত্তম চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।"[২]

একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুমহান আদর্শের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা। কেবল তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বান্দা লাভ করতে পারে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে বলেছেন–

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

১. সূরা আহযাব: ২১
২. সূরা কলাম: ৪

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও; তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।"[৩]

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাঁদের আদর্শের অনুসরণে তাঁদের উম্মাতগণ নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾

"আমি (প্রত্যেক) রাসূলকে শুধু এ জন্যই প্রেরণ করেছি; যাতে আল্লাহর হুকুমে (দুনিয়াবাসী) তাঁর অনুসরণ করে চলে।"[৪]

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কেউ নবী কিংবা রাসূল হিসেবে আগমন করবেন না। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে; প্রত্যেকের উপরই ফরয হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য করা। তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের জন্য, তাঁরই সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের জন্য; সর্বোপরি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। তাঁরই দেখানো পথে দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবনচরিত সম্পর্কেই না জানি; তাহলে কীভাবে তাঁর অনুসরণ করবো? কীভাবে তাঁর পথে চলবো? অতএব প্রত্যেক মুমিনের উপরই আবশ্যক হলো,

৩. সূরা আলে ইমরান: ৩১
৪. সূরা নিসা: ৬৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনচরিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তাঁর মহান আদর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সীরাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা। তাহলে আমরা সহজেই জানতে পারবো– দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে কেমন ছিলো রাসূল ﷺ এর পবিত্র সুন্নাহ? দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেমন ছিলো তাঁর পথ ও পন্থা? সর্বোপরি আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো– দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন (আমীন)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীর প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে হুবহু গ্রন্থের পাতায় চিত্রায়িত করতে গেলে কমপক্ষে ততটুকু সময় তো অবশ্যই লাগবে, যতটুকু সময় তিনি দুনিয়ার জীবনে অতিবাহিত করেছেন। এ কারণেই তাঁর পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিংবা সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্পর্কে এ যাবৎ বহু সীরাতের গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। অদ্যাবদি নানান আঙ্গিকে সংকলিত হচ্ছে। আমরা শুধু এ অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছি; যাতে সর্বস্তরের মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান জীবনচরিত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কারণ অনেক মানুষই এমন রয়েছে, যারা বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়নে সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে নিতান্তই কৃপণতা করে। সুতরাং এ বিষয়টি লক্ষ্য করে, মুখতাসারভাবে এই গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে; এছাড়া ইতঃপূর্বে তো সীরাত সম্পর্কে সালাফগণের বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

যেহেতু আমরা ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই; সুতরাং বর্ণনায় কিংবা মুদ্রণে এর বহিঃপ্রকাশও দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ থাকবে– বিস্তারিত জানার জন্য সীরাতের নির্ভরযোগ্য বড় গ্রন্থাদি দেখে নেওয়ার।

পরিশেষে, আমরা মহান আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন এ গ্রন্থখানা অধ্যয়নের দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। এবং আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুবারক মানহাজ বুঝার ও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের তাওফীক দান করেন। আমীন!

- তারেকুজ্জামান

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী বলতে আল্লাহ প্রদত্ত সে ওহীর বাস্তবায়ন; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবজাতিকে ভ্রষ্টতার ঘোর অমানিশা থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত আলোকজ্জ্বল পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবিষ্ট করেছেন।

তৎকালীন আরবের অবস্থান

আরবের ভৌগলিক অবস্থান

আরব ভূখণ্ড পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এ ভূখণ্ডের তিন দিকে সমুদ্র ও এক দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত। তাই এ ভূখণ্ডকে জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ বলা হয়। এর পূর্ব দিকে আরব উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাই উপদ্বীপ, উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি এবং দক্ষিণে আরব সাগর, যা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ। দেশটি পুরাতন যুগের মহাদেশসমূহের একেবারে মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। জল ও স্থল উভয় পথেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। লক্ষণীয় যে, সমগ্র আরবভূমি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অপেক্ষাকৃত ঢালু। পাহাড় ও মালভূমি ছাড়া বাকি অংশ মরু অঞ্চল এবং অনুর্বর ভূমি। এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।

মরু অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত আরবের উর্বর তৃণ অঞ্চল হেজাজ, নাজদ, ইয়ামান, হাজরামাউত এবং ওমান এ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলো। এ উপদ্বীপের চতুর্দিকে মরুভূমি থাকায় এটি এমন এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়েছে যে, কোনো বিদেশী শক্তি বা বহিঃশত্রুর পক্ষে এর উপর আক্রমণ পরিচালনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রভাব বিস্তার করা অত্যন্ত কঠিন। এ নৈসর্গিক কারণেই আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের অধিবাসীগণ সেই সুপ্রাচীন এবং স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে। অথচ অবস্থানের দিক থেকে জাযিরাতুল আরব দু'টি পরাশক্তি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো।

আরবের আয়তন

আরব ভূখণ্ডের আয়তন প্রায় ৩০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আরবের অধিবাসীগণ

ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীগণকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

০১. শহরবাসী: এদের প্রধান জীবিকা ছিলো কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন।

০২. বেদুইন: এরা মরু বাসিন্দা ছিলো। পশুচারণের জন্য চারণভূমির খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণরত থাকতো। এরা ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোকে আক্রমণ করে লুটতরাজ চালাতো।

আরবের সম্প্রদায়সমূহ

জন্মসূত্রে আরব জাতিকে ঐতিহাসিকগণ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাহলো–

০১. আরবে বায়িদাহ: এরা হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্রসমূহ। যেমন: আদ, সামূদ, তাসম, জাদীস ইত্যাদি।

০২. আরবে আরিবা: এরা কাহতানের বংশধর। এ কারণে এদেরকে কাহতানী আরব বলা হয়।

০৩. আরবে মুস্তা'রিবা: এরা ইসমাঈল আ. এর বংশধারা থেকে আগত। এদের অপর নাম আদনানী আরব।

তৎকালীন আরবের অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিলো বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তখন দু'প্রকারের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো।

০১. মুকুট পরিহিত শাসক: এরা মুক্ত ছিলো না। পারস্য বা রোমানদের অধীনে ছিলো। তাদের শাসনের স্থলসমূহ ছিলো ইয়ামান, আলে গাসসান শামে, হীরাহ'র বাদশাহী ইরাকে।

০২. গোত্রীয় শাসন: অবশিষ্ট বিশাল এলাকায় গোত্রপতিদের শাসন কার্যকর ছিলো।

মোটামুটিভাবে আরবের রাজনৈতিক অবস্থাকে এভাবে চিত্রায়িত করা যায়-

ক. গোত্রীয় দ্বন্দ্ব: এক গোত্রের সাথে অপর গোত্রের শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক ছিলো। অতি সামান্য কারণে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কখনো কখনো তাদের যুদ্ধ দিনের পর দিন লেগেই থাকতো। যাকে আইয়্যামুল আরব বলা হয়। যেমন, বুআস ও ফিজারের যুদ্ধ।

খ. দুর্বলের উপর অত্যাচার: সেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতির প্রাবল্য ছিলো। দুর্বলদের উপর শক্তি-ক্ষমতার দাপটে জালিমরা জুলুম-অত্যাচার চালাতো।

গ. গোত্রপ্রীতি: গোত্রের লোকেরা যত অন্যায় করুক না কেন; তবুও তারা নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গ দিতো। যেমন, বলা হতো–

انصر اخاك ظالما او مظلوما 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে অত্যাচারিত হোক বা অত্যাচারী।'

তবে এতদসত্ত্বেও মাঝে মাঝে গোত্রীয় চুক্তি তথা আল-আহনাফ সংঘটিত হতো।

সামাজিক অবস্থা

নারীর অবস্থান

তারা কেবল অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সম্মান রক্ষা করার ব্যাপারে সজাগ থাকতো। এছাড়া জাহেলী যুগে আরব সমাজে অন্যান্য নারীদের অবস্থান ছিলো অতি নিচু পর্যায়ে। সেখানে পুরুষপ্রধান সমাজ কাঠামো প্রচলিত ছিলো। পারিবারিক জীবনের বন্ধন হতো বিবাহের মাধ্যমে; তবে জাহেলী যুগে চার প্রকারের বিবাহের অস্তিত্ব ছিলো।

প্রথম প্রকার বিবাহ, যা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। এতে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিতে বর কনেকে মোহর দিয়ে বিবাহ করতো।

বিবাহের দ্বিতীয় প্রকার প্রথা ছিলো নিকাহে ইসতিবযা। উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে জ্ঞানী, গুণী বা শক্তিধর কোনো পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করতে প্রস্তাব পাঠাতে বলতো। স্ত্রীর প্রস্তাব গৃহীত হলে গর্ভধারণের সুস্পষ্ট

আলামত পাওয়া পর্যন্ত ঐ লোক সঙ্গম চালিয়ে যেতো। এর আগে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতো না। ভারতীয় পরিভাষায় একে 'নিয়োগ বিবাহ' বলা হয়।

বিবাহের তৃতীয় জঘন্য প্রকার হলো, দশ থেকে কম সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হয়ে সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সাথে সঙ্গমে মিলিত হতো। সন্তান প্রসবের পর সকলকে ডেকে আনা হতো। কেউ আসতে বারণ করতে পারতো না। সকলে আসলে মহিলা যে কোনো একজনকে তার বাচ্চার পিতা নির্বাচন করে নিতো।

চতুর্থ প্রকার হলো পতিতাগিরি। এদের ঘরের বাহিরে এ নিকৃষ্ট কর্মের নিশান লাগানো থাকতো; যেন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় তাদের কাছে গমন করতে পারে। সন্তান প্রসবের পর তার সাথে অপকর্মকারী সকল ব্যক্তিকে ডাকা হতো। মানুষের অবয়ব দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন একজন লোক তাদের যে কোনো একজনের সাথে সন্তানের যোগসূত্র স্থাপন করে দিতো।

বি: দ্র: রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের সকল নোংরা বিবাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। অথচ আজ গণতন্ত্রের মানসপুত্ররা আবার এসব জাহেলী নোংরামি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ।

কন্যা সন্তানদের অবস্থা

কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে তারা পৈশাচিক দুষ্কর্ম করতে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। তারা লোকলজ্জা, যুদ্ধের পর বাঁদি হওয়া, অভাব অনটনের ভয়ে কন্যাদের জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো।

নৈতিকতা বিবর্জিত অবস্থা

নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ে তারা একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলো। যিনা-ব্যভিচার, অনাচার, লুটতরাজ, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ, নারীহরণ ইত্যাদি অপকর্ম তাদের সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। সুদ অনাদায়ে ঋণ গ্রহীতার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদেরকে দাস-দাসীরূপে ব্যবহার করা হতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জাহেলী যুগের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সামাজিক অবস্থার চাইতে উন্নত বলা যায় না। জীবিকার ভিত্তিতে তাদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা: কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, সুদি কারবারী, মূর্তি তৈরিকারী কারিগর, মরুবাসী বেদুইন।

ধর্মীয় অবস্থা

জাহেলী যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের ধর্মীয় অবস্থাকে নিম্নোক্ত প্রকারসমূহে চিত্রায়িত করা যায়।

০১. পৌত্তলিক: তারা মূর্তিপূজা থেকে শুরু করে চন্দ্র, সূর্য, তারা, গাছ, পাথর, কূপ, গুহা ইত্যাদির পূজা করতো। আর বলতো, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। মূর্তিগুলোর মাঝে তায়েফে লাত, কুদাইদে মানাত, নাখলায়ে ওয্যা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিলো। এমনকি পবিত্র কা'বা ঘরেও তারা মূর্তি স্থাপন করেছিলো।

০২. ইয়াহুদী-খ্রিস্টান সম্প্রদায়: তারা নিজেদেরকে আসমানী গ্রন্থের ধারক ও একেশ্বরবাদী বলে দাবি করতো। অথচ তারা তাদের আসমানী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মগুরুর কথামতো চলতো। ইয়াহুদীরা উযায়ের আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতো আর খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদের মতো জঘন্য আকীদা পোষণ করতো।

০৩. হানীফ সম্প্রদায়: এতদসত্ত্বেও আরও এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন; যারা ইবরাহীম আ. এর প্রচারিত একত্ববাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, যায়েদ ইবনে আমর, আবু আনাস, লাবিদ ইবনে রবীআহ আমেরী প্রমুখ।

জাহেলী যুগের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তখনকার অধিবাসীরা সকল দিক দিয়ে অত্যন্ত নিচু পর্যায়ে ছিলো। তবে সবাই যে এরকম ছিলো তা নয়; কারণ তাদের কারো কারো মাঝে ভালো কিছু গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ছিলো। আল্লামা আল-জুজী রহ. উল্লেখ করেছেন, আতিথেয়তা, উদারতা,

ওয়াদাপূরণ, লজ্জাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, দৃঢ় সংকল্প, প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, শুদ্ধ ও সাধারণ জীবনযাপনের মতো কিছু বৈশিষ্ট্যও তাদের মাঝে পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকে এমন উত্তম গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশ পরিচিতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর সমস্ত বংশধারা হতে অধিক সম্ভ্রান্ত ও উত্তম। এমনকি মক্কার কাফেররা যখন তাঁর ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত ছিলো, তখনো তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। আবু সুফইয়ান রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফের থাকা অবস্থায় রোমসম্রাটের সম্মুখে তা স্বীকার করেছিলেন।

পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (শায়বাহ) ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌র ইবনে মালিক ইবনে নাযর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নাযার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

এ পর্যন্ত বংশতালিকায় কোনো মতভেদ নেই। এখান থেকে পরবর্তী বংশতালিকার বর্ণনার মাঝে কিছুটা মতের অমিল থাকায় এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। আগ্রহী পাঠকবৃন্দ সীরাতের বড় বড় গ্রন্থ থেকে তা দেখে নিতে পারেন।

মাতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা

মুহাম্মাদ ইবনে আমিনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব। দেখা যাচ্ছে, কিলাব পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিতৃ ও মাতৃ বংশ পরম্পরা একত্রে মিলে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শুভ জন্ম ও দুগ্ধপান

অধিকাংশ আলেমের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শুভ জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন[৫] হয়েছিলো। যে বছর আসহাবে ফীল কা'বা অভিমুখে অভিযান করেছিলো। শিশু নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রথমে তাঁর শ্রদ্ধেয়া জননী আমিনা এবং কিছুদিন পর আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবাহ দুধ পান করান। অতঃপর হালীমা সা'দিয়া এ সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রগুলোর মাঝে সাধারণত এরূপ প্রথার প্রচলন ছিলো যে, তাঁরা নিজ শিশুদেরকে দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দিতো। ফলশ্রুতিতে শিশুদের শারীরিক সুস্থতার বিকাশ ঘটতো এবং তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারতো। এজন্য বেদুইন পরিবারের মহিলারা শিশু সংগ্রহের জন্য প্রায়ই শহরে আসতো। একবার বনু সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সঙ্গে বিবি হালীমা অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কায় আসেন। সাথে ছিলেন তার স্বামী ও একটি দুধের শিশু।

বিবি হালীমা বলেন, বছরটি ছিলো দুর্ভিক্ষের বছর। দুর্ভিক্ষের কারণে আমাদের প্রায় সবকিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমি আমার সাদা মাদি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিলো। উটের ওলান থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হচ্ছিলো না। আমার শিশুটির জন্য আমার বুকেও এক বিন্দু দুধ ছিলো না। ক্ষুধার তাড়নায় সে ছটফট করছিলো। তার কান্নাকাটির কারণে সারাটি রাত আমরা ঘুমাতে পারিনি।

আমার মাদি গাধাটি ছিলো খুবই দুর্বল। দুর্বলতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে পথ চলছিলো যে, কাফেলার অপর সাথীরা বিরক্ত হচ্ছিলো। যাই হোক, অবশেষে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর আমাদের দলের এমন কোনো মহিলা ছিলো না; যার কাছে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে দুধ পান করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু পিতৃহীন এ ইয়াতীমকে সঙ্গে নিতে তারা সকলে অস্বীকৃতি জানালো। কেননা পিতৃহীন শিশুটির মা আর দাদার কাছ থেকে

---

৫. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে, সেই দিনটি ১২ই রবিউল আউয়াল। তিনি এর উপর ইজমার দাবি করেন। আল-কামিল গ্রন্থে ইবনে আসীর রহ. এই তারিখটিই গ্রহণ করেছেন। ইবনে জাওযী রহ. এর মতে, দিনটি ছিলো ৮ই রবিউল আউয়াল (যুরকানী: ১/৯৩০)।

বেশি কিছু আশা করা যাচ্ছিলো না।

এদিকে দলের সকল মহিলাই একটি করে শিশু পেলো। বাকি রইলাম শুধু আমি। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, শূন্য হাতে ফেরার চেয়ে বরং আমি সেই ইয়াতীম শিশুটিকেই নিয়ে যাই। আল্লাহ যা করেন।

স্বামী বললেন, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই। তুমি গিয়ে তাঁকেই নিয়ে এসো। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ এর মাঝে আমাদের জন্য কোনো বরকত রেখেছেন।

তারপর হালীমা বলেন, যখন আমি শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নিয়ে কাফেলার কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁকে আমার কোলে রাখলাম; তখন তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে আমার স্তন থেকে দুধ পান করলেন। আমার গর্ভজাত সন্তানটিও তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলো। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। এর পূর্বে আমরা তাকে এভাবে ঘুমাতে দেখিনি। আমার স্বামী দুধ দোহন করতে উটের কাছে গিয়ে দেখেন, উটের ওলান দুধে পরিপূর্ণ। তিনি এত অধিক পরিমাণ দুধ দোহন করেন যে, আমরা উভয়ে তা পরিতৃপ্তির সাথে পান করলাম। তারপর বড় আরামের সাথে রাত যাপন করলাম। সকালে আমার স্বামী বললেন, হালীমা! আল্লাহর শপথ! তুমি একজন মহাসৌভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছো। উত্তরে আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমারও তাই মনে হচ্ছে।

এরপর আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। এবার আমার সেই দুর্বল গাধাটি এত দ্রুত পথ চলতে লাগলো যে, সবাইকে পেছনে ফেলে সামনে চলে গেলো। অন্য কোনো গাধাই তার সাথে সমান তালে চলতে পারলো না। ফলে অন্যান্য সঙ্গিনীরা বলতে লাগলো, হে আবু যুওয়াইবের কন্যা! হায়! এটা কি সেই গাধা নয়, যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এটা সেই গাধা। তারা বললো, নিশ্চয়ই কোনো রহস্যজনক ব্যাপার ঘটেছে।

অবশেষে আমরা নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ইতঃপূর্বে আমার জানা ছিলো না যে, আমাদের অঞ্চলের চাইতে আর কোনো অঞ্চল এত অনুর্বর ও নিষ্ফল ছিলো কিনা? কিন্তু মক্কা হতে ফেরার পর আমাদের বকরীগুলো

চারণভূমি থেকে পেটপুরে ওলান ভরে বাড়িতে ফিরে আসতো। আমরা পূর্ণতৃপ্তির সাথে দুধ পান করতাম। অথচ অন্যরা এক ফোঁটা দুধও পেতো না। এমন অবস্থায় পশুপালের মালিকগণ তাদের রাখালদের বলতো, হতভাগারা! যেখানে আবু যুওয়াইবের কন্যার রাখাল পশুপাল নিয়ে যায়, তোমরা কি তোমাদের পশুপাল নিয়ে সেই চারণভূমিতে যেতে পারো না? রাখালরা সে ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেতো; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসতো। সেই সব পশুর ওলানে দুধও থাকতো না।

এভাবে আমাদের নিকট তাঁর দু'বছর পূর্ণ হলো। আমি তাঁকে স্তন্যদান বন্ধ করে দিলাম। এ সময়ে তাঁর দেহ অন্য শিশুদের তুলনায় খুব হৃষ্টপুষ্ট, শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠলো। আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে গেলাম; কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের সংসারে যে বরকত ও সচ্ছলতা ভোগ করে আসছিলাম, সে প্রেক্ষিতে আশা জাগছিলো- যদি সে আরও কিছু সময় আমাদের নিকট থাকতো! তাঁর মাকে আমাদের মনের গোপন ইচ্ছে ব্যক্ত করলাম। বললাম, তাঁকে আরও কিছু সময় আমাদের সাথে থাকতে দিলে সে আরও সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে উঠবে; অধিকন্তু মক্কায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ভয় করছি। আমাদের বারবার অনুরোধে ও আন্তরিকতায় তিনি আশ্বস্ত হলেন। ফলে পুনরায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।[৬]

পিতৃছায়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে তাঁর সম্মানিত পিতা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। এভাবে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তাঁর উপর থেকে পিতৃছায়া অপসারিত হয়ে যায়।[৭]

রাসূল ﷺ এর পেশা

রাসূল ﷺ এর জীবনের প্রথম পেশা ছিলো গবাদি পশুচারণ। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবীকে প্রেরণ করেননি, যাকে মেষপালক

৬. ইবনে হিশাম: ১/১৬২-১৬৮ পৃ.
৭. মোঘল তাঈ : ৭ পৃ.

হতে হয়নি।" সাহাবীগণ তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ! আমি মক্কার লোকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে মেষ চরাতাম। এটা আশ্চর্যজনক যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল আম্বিয়াকে এভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।"

রাখাল হওয়ার মাধ্যমে আম্বিয়া আ. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা হলো, দায়িত্বশীলতা। রাসূল ﷺ বলেন–

﴿ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾

"জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" [৮]

শিক্ষা:

০১. একজন নেতাকে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্বশীল হতে হবে অধীনস্থ সকল সদস্যকে। কেননা প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কারো এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি কাজটা ভালোভাবে আদায় করতে পারিনি।

০২. কোনো দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক।

০৩. একজন দাঈকে দাওয়াতের ময়দানে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে উঠাবসা করতে হয়। আর একেকজনের প্রকৃতি একেক রকম হয়ে থাকে। এ অবস্থায় একজন দাঈকে ধৈর্য এবং স্থিরতার পরিচয় দিতে হবে।

০৪. একজন আদর্শ নেতা বা যোগ্য দাঈ অতি সাধারণ জীবনযাপন করে থাকেন। কারণ দাওয়াতের কাজে তাকে বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যেতে হয়।

৮. সহীহ মুসলিম: ১৮২৯

তাই তিনি যদি ধনীও হোন; তবুও বিলাসসামগ্রী সাথে নিয়ে সফর করেন না। এতে করে তিনি নিজেকে প্রচণ্ড গরম-ঠাণ্ডা, ঝড়-বৃষ্টির মতো নানা বৈরী পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন। তাছাড়া একজন নেতা এমন কঠিন মুহূর্তগুলোতে নিজের আগে জাতির আশ্রয়ের কথা চিন্তা করেন।

বক্ষ বিদারণ

রাসূল ﷺ এর জন্মের চতুর্থ বা পঞ্চম বছর তাঁর পবিত্র বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। একদিন রাসূল ﷺ ও তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহ পশু চরাতে গেলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরে এলেন। এবং তার বাবাকে বললেন, আমার কুরাইশী ভাইকে দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক শুইয়ে তাঁর বুক চিরে ফেলেছে। আমি তাঁদেরকে এ অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা ঘাবড়ে গিয়ে মাঠের দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, তিনি বসে আছেন; কিন্তু তাঁর চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক এসে আমাকে ধরে শুইয়ে দিলো। আমার পেট ফেঁড়ে কী যেন খুঁজে বের করলো; আমি জানি না, তা কী ছিলো? অতঃপর আমরা তাঁকে ঘরে নিয়ে আসলাম।[৯]

মক্কায় এসে তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট সমর্পণ করলাম। তখন তাঁর মা বললেন, আগ্রহের সাথে নিয়ে গিয়ে এত শীঘ্রই ফিরিয়ে আনার কারণ কী? অনেক জিজ্ঞেস করার পর সমুদয় ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করতে হলো। তিনি তা শুনে বললেন, অবশ্যই আমার সন্তানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।[১০]

চলে গেলেন মমতাময়ী মা

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ হালীমা সা'দিয়ার ঘরে বড় হোন।[১১] সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর মা আমিনা তাঁকে নিয়ে ইয়াসরিব গিয়ে স্বামীর

৯. ইবনে হিশাম, যাদুল মাআদ: ৮০ পৃ.
১০. ইবনে হিশাম: ৯ পৃ.
১১. ইবনে হিশাম: ১/১৬৮ পৃ.; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.

কবর যেয়ারত করার মনস্থ করেন। আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশু মুহাম্মাদ ﷺ ও দাসী উম্মে আয়মানকে নিয়ে তিনি পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থান করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন; কিন্তু মদীনার সন্নিকটেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অসুস্থতা বাড়তেই থাকলো। এমনকি আবওয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

দাদার স্নেহের ছায়াতলে

জন্মের পূর্বে পিতাকে হারিয়ে কাছে পেলেন মমতাময়ী মাকে। এবার সেই মা-কেও হারালেন। বেঁচে রইলেন দাদা। দাদা আব্দুল মুত্তালিব রাসূল ﷺ কে তার ঔরসজাত সন্তানদের থেকেও অধিক আদর করতেন। কা'বা ঘরের ছায়ায় নিজের জন্য নির্ধারিত স্থানে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ কে বসালে চাচারা তাঁকে নামাতে চাইতেন; কিন্তু দাদা তাঁকে নামাতে নিষেধ করতেন। বলতেন, আল্লাহর শপথ! এ শিশু কোনো সাধারণ শিশু নয়। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর কার্যাবলী দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।[১৩]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা'র অভিপ্রায় ছিলো এ সত্যটুকু তুলে ধরা যে, এ বালক শুধু রহমতের কোলেই প্রতিপালিত হবেন। যিনি সকল কার্যকরণের আসল নিয়ামক; সেই মহান রব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁর দায়িত্ব নিচ্ছেন। রাসূল ﷺ এর বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন, তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মাদ ﷺ কে লালন-পালনের জন্য আবু তালিবকে ওসিয়ত করে যান।[১৪]

চাচার তত্ত্বাবধানে

ওসিয়ত মোতাবেক চাচা আবু তালিব তাঁকে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে আপন সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। তার পিতার মতোই আবু তালিব তাঁকে নানাভাবে

১২. ইবনে হিশাম: ১/১৬৮; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.; তারীখে খুযরী: ১/৬৩; ফিকহুস সীরাহ, গাযালী: ৫০ পৃ.
১৩. ইবনে হিশাম: ১/১৬৬
১৪. ইবনে হিশাম: ১/১৪৯; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.

সম্মান প্রদর্শন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত-পালিত হতে থাকেন। এমনকি চাচা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারী লোকদের সাথে বাক-বিতণ্ডাও করতেন।

শামের পথে, সান্নিধ্যে আসলেন বাহীরা রাহিব

বারো বছর বয়সে ব্যবসায়িক সফরে চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি একবার শামের (সিরিয়া) বসরায় উপস্থিত হোন।[১৫] এ শহরে ছিলেন জারজীস নামক এক খ্রিস্টান ধর্মজাযক; যিনি বাহীরা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ীরা বসরায় শিবির স্থাপন করলে বাহীরা রাহিব তাদের নিকট আসলেন; অথচ অন্য কোনো বাণিজ্য কাফেলার কাছে এভাবে কখনো তিনি আগমন করেননি। তিনি কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ কে দেখে বুঝতে পারলেন, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি শেষ নবী (ﷺ)। তারপর তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, ইনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ মনোনীত করবেন।

আবু তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে বুঝলেন, তিনি আখেরী নবী হবেন? তিনি বললেন, গিরিপথের প্রান্ত থেকে কাফেলার আগমন তিনি দেখছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, এমন কোনো বৃক্ষ বা পাথর ছিলো না; যা তাঁকে সিজদা করেনি। তাঁর কাঁধের কড়ি হাঁড়ের পাশে আপেল আকৃতির একটি দাগ আছে, সেটাই হচ্ছে মোহরে নবুওয়াত। আমাদের কিতাব ইনজীল থেকে আমরা এসব কিছু অবগত হয়েছি।

তারপর পাদ্রি বললেন, তাঁকে নিয়ে শামে ভ্রমণ করবেন না। কারণ তাঁর পরিচয় ইয়াহুদী ও রোমীয়রা জানতে পারলে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ কথা জানার পর আবু তালিব তাঁকে কয়েকজন গোলামের সঙ্গে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।[১৬]

---

১৫. বসরা তখন শামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

১৬. ইবনে হিশাম: ১/১৮০-১৮৩ পৃ., মুখতাসারুস সীরাহ: ১৬ পৃ.; যাদুল মাআদ: ১/১৭ পৃ.

ফিজার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুযূল

রাসূল ﷺ এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ফিজার যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীদেরকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটেছে, কত শিশু যে ইয়াতীম হয়েছে, বিধবা হয়েছে কত নারী আর নষ্ট হয়েছে কত ধন-সম্পদ, তার কোনো হিসেব নেই। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত না হতে হয়। এমন ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার না হতে হয়। সেজন্য কুরাইশের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন তাইমীর ঘরে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করেন।

রাসূল ﷺ বলেন, আমিও এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। এ চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পরিবর্তে আমাকে যদি লাল উটও দেওয়া হতো; তবুও আমি তা কখনো পছন্দ করতাম না। বর্তমানেও কেউ যদি আমাকে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহ্বান করে আমি অবশ্যই তাতে অংশগ্রহণ করবো।[১৭]

তখনকার নিয়ম ছিলো গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোনো ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনো ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তার সমর্থন করতেই হবে; চাই সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় করুক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয়ে যায় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই এ ধরনের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে পারে না। তাদের অঙ্গীকারনামার শর্তগুলো ছিলো–

০১. দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

০২. বিদেশী লোকজনের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

০৩. দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনোই কুণ্ঠাবোধ করবো না।

---

১৭. ইবনে হিশাম: ১/১৩৩ ও ১৩৫ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ৩০-৩১ পৃ.

০৪. অত্যাচারী ও অনাচারীদের থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

এটা ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গীকারনামা। ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারনামা। তাই একে হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা বলা হয়।[১৮]

শিক্ষা:

০১. একজন সুচিন্তাশীল ব্যক্তি অন্যায়-অনাচারের মাঝে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না।

০২. সমাজ থেকে সব ধরনের অশান্তি ও গর্হিত কাজ দূর করার জন্য উত্তম ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৩. দুঃস্থ-দুর্বল লোকদের সহায়তায় উত্তম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অত্যাচারীদের অত্যাচার রুখতে ঐক্যবদ্ধভাবে যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালিনী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন। পুরো কুরাইশ গোত্র মূলত ব্যবসার উপরই নির্ভর করতো। খাদীজা রাযি. যখন মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র ও আমানতদারিতার ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। তা হলো, তিনি খাদীজা রাযি. এর অর্থ নিয়ে ব্যবসা করার জন্য তাঁর দাস মায়সারাহ'সহ শামে যেতে পারেন। তিনি আরও বললেন, অন্য ব্যবসায়ীকে যে পরিমাণ লাভ দেওয়া হয়; তাঁকে তার চেয়ে বেশি লাভ দেওয়া হবে। মুহাম্মাদ ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। খাদীজা রাযি. এর অর্থ ও দাস মায়সারাহকে নিয়ে তিনি শামে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।[১৯]

---

১৮. ইবনে হিশাম: ১/১৩৩ ও ১৩৫ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ৩০-৩১ পৃ.
১৯. ইবনে হিশাম: ১/১৮৭-১৮৮ পৃ.

শিক্ষা:

নিজের জরুরত মেটানোর জন্য হালাল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা উত্তম কোনো পেশা অবলম্বন করা উচিত।

খাদীজা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ

ব্যবসা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খাদীজা রাযি. হিসেব করে দেখলেন, তিনি এত বেশি অর্থ পেলেন; যা এর আগে কখনো পাননি। তাছাড়া মায়সারাহ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর প্রতি খাদীজা রাযি. এর শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকলো। ক্রমেই তাঁর মনে মুহাম্মাদ ﷺ কে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে আর আগ্রহ প্রবল হতে লাগলো। অথচ এর আগে বড় বড় সরদার, নেতা, গোত্রপ্রধানগণ তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন; কিন্তু তিনি তাদের কারো প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। মুহাম্মাদ ﷺ কে স্বামী হিসেবে পেতে তাঁর যারপরনাই ব্যাকুলতা যেন বৃদ্ধিই পাচ্ছিলো। তিনি তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ'র সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তাকে বললেন, তাঁর এ প্রস্তাবটি মুহাম্মাদ ﷺ কে জানানোর জন্য।

রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা আবু তালিবকে তা জানালেন। তিনি খাদীজা রাযি. এর চাচার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে বিবাহের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করলেন। তারপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দু'টি প্রাণ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করে।[২০] আবু তালিব এ পবিত্র বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। তা হলো–

"ইনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। যিনি ধন-সম্পদের দিক থেকে কম হলেও মহান চরিত্র আর অনুপম গুণাবলীর দরুন যাকেই তাঁর মোকাবেলায় আনা হবে; তিনি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবেন। কেননা ধন-সম্পদ একটি ছায়ার মতো; যা আসে আর যায়। আর মুহাম্মাদ যাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার

২০. ইবনে হিশাম: ১/১৮৯-১৯০ পৃ.; ফিকহুস সীরাহ: ৫৯ পৃ.; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.

সম্পর্ক; যা আপনাদের সবারই জানা, তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাচ্ছেন। তার সমুদয় মোহরানা চাই তা দেরিতে দেওয়া হোক বা তাড়াতাড়ি; তা আমার সম্পদ থেকে দেওয়া হবে। আল্লাহর শপথ! তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও নন্দিত হবেন।"

শাম থেকে ফেরার দু'মাস পর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ ﷺ বিয়ের মোহরস্বরূপ খাদীজা রাযি. কে ২০টি উট প্রদান করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর। আর খাদীজা রাযি. এর বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল ﷺ অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করেননি।[২১]

রাসূল ﷺ এর সন্তানগণের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্য সকলেই ছিলেন খাদীজা রাযি. এর গর্ভজাত সন্তান। তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম কাসিম। এ জন্যই রাসূল ﷺ কে আবুল কাসিম উপনামে ডাকা হতো। কাসিমের পর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়াহ, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিলো তাইয়িব ও তাহির।

রাসূল ﷺ এর সকল পুত্র সন্তান বাল্যাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তবে কন্যাগণের সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরাহ'র মর্যাদা লাভ করেছেন। তবে ফাতেমা ব্যতীত সকল কন্যাই পিতার জীবদ্দশাতে মৃত্যুবরণ করেন। আর ফাতিমা রাযি. রাসূল ﷺ এর ওফাতের ছয় মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।[২২]

কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ ও হাজারে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন, তখন কুরাইশগণ কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করেন। কারণ তা অনেক আগে নির্মাণ করা হয়েছিলো বিধায় দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যে কোনো সময় ভেঙে পড়ারও উপক্রম হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া মক্কায় ঐ বছর বন্যা হওয়ার কারণে কা'বা অভিমুখে পানির স্রোত সৃষ্টি হয়েছিলো। এমন অবস্থায় কুরাইশগণ কা'বা পুনঃনির্মাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। এ নির্মাণের সময়

২১. প্রাগুক্ত
২২. ইবনে হিশাম: ১/১৯০-১৯১ পৃ.; ফিকহুস সীরাহ: ৬০ পৃ.; ফাতহুল বারী: ৭/১৫০ পৃ.

তাদের বৈধ অর্থ-সম্পদগুলোই শুধু ব্যবহার করা হয়েছিলো।

আল্লাহর ঘরের দেয়াল ভাঙা তাঁর ক্রোধের কারণ মনে করে ভয়ে কেউই দেয়ালে হাত লাগাচ্ছিলো না। তখন সর্বপ্রথম ভাঙার কাজে হাত দেন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী। তারপর বাকিদের ভয় কেটে গেলে তারাও তাতে হাত লাগায়। নির্মাণ কাজে প্রত্যেক গোত্র যেন অংশ নিতে পারে, সেজন্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিলো– কে কোন অংশ নির্মাণ করবে? বাকূম নামক এক রোমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিলো; কিন্তু হাজারে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত গিয়ে কাজ থেমে যায়। ব্যাপারটি হলো, কে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করে মহাগৌরব অর্জন করবে? চার-পাঁচ দিন এ নিয়ে ঝগড়া চলছিলো। সবাই নিজ নিজ দাবিতে অনড়। তাদের জিদ ধীরে ধীরে রেষারেষি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এ ব্যাপারে তারা কিন্তু খুনাখুনি করতেও পিছপা হবে না, সকল গোত্রে যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব; এমনই এক অবস্থা তখন বিরাজ করছিলো।

এমন অবস্থায় আবু উমাইয়া মাখযূমী এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, আগামীকাল সকালে যিনি সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন; তিনিই এ বিবাদ মীমাংসা করবেন। সকলে এ প্রস্তাব মেনে নিলো। পরদিন দেখা গেলো সবার প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমীন সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। তখন তারা চিৎকার করে বলে উঠলো–

هذا الامين رضيناه هذا محمد

"তিনি বিশ্বস্ত। আমরা সকলেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তিনি মুহাম্মাদ।"

যখন তারা রাসূল ﷺ এর নিকট বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করলো। তখন তিনি একটি চাদর চাইলেন। তারপর চাদরের উপর হাজারে আসওয়াদকে রাখলেন। অতঃপর গোত্রপতিদেরকে বললেন, আপনারা সকলে চাদরের পাশ ধরে উত্তোলন করুন। তারা তাই করলো। যখন চাদর নিয়ে তারা পাথর রাখার স্থানে এলো; তিনি নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ উঠিয়ে যথাস্থানে

রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলো। ফলে অত্যন্ত সহজ ও সুশৃঙ্খলতার সাথে বিষয়টির সমাধান হয়ে গেলো।[২৩]

শিক্ষা:

০১. বিবাদ মীমাংসাকারী বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই উত্তম গুণাবলী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাহলে সকল শ্রেণীর লোক যে কোনো সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নেবে।

০২. বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে এমন বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে, যাতে সবাই সন্তুষ্টচিত্তে ফায়সালা মেনে নেয়। এবং পরবর্তীতে এ নিয়ে আর কোনো কলহ-কোন্দলের সূত্রপাত না ঘটে।

নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত

মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেসব উত্তম গুণের বিকাশ হতে পারে; সেই সব গুণের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে রাসূল ﷺ এর সম্পূর্ণ জীবনে। তিনি ছিলেন যথার্থ চিন্তা-চেতনার অধিকারী। পারদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। রাসূল ﷺ কে দেওয়া হয়েছিলো সুষমা-মণ্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ নীরবতা অবলম্বনের ফলে নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান ও অনুসন্ধান কাজে রত থাকতেন এবং সকল বিষয় সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম হতেন। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নির্ভুল নিরীক্ষণ ক্ষমতার মাধ্যমে মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থা, গোত্রসমূহের গতিবিধি, মন-মানসিকতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী ছিলেন। যার ফলে শত অন্যায়-অবিচারে বেষ্টিত সমাজে বাস করেও তিনি কখনো শরাব স্পর্শ করেননি, বেদিমূলে যবেহকৃত পশুর গোস্ত কখনো ভক্ষণ করেননি। সর্বোপরি তিনি কোনো ধরনের কলুষতায় নিজেকে জড়াননি।

২৩. ইবনে হিশাম: ১/১৯২-১৯৭ পৃ.; ফিকহুস সীরাহ: ৬২ পৃ.; সহীহ বুখারী: ১/২১৫

শৈশবকাল থেকেই তিনি আরবের মিথ্যা উপাস্যগুলোকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। এমনকি লাত ও ওয্যার নামে শপথ করার ব্যাপারটি তাঁর কানে গেলে তিনি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।[২৪] তাঁর দৃষ্টিতে অন্য কোনো জিনিস এতটা ঘৃণ্য ছিলো না।

রাসূল ﷺ আল্লাহর খাস রহমত ও হেফাজতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাই যখনি পার্থিব কোনো লালসার প্রতি প্রবৃত্তি আকর্ষিত হতে যাচ্ছিলো, তখনি আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন।

ইবনে আসীরের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেন, আইয়্যামে জাহিলিয়াতের লোকজন যে সকল কাজ করেছে দু'বার ছাড়া আর কক্ষনো সে ব্যাপারে আমার খেয়াল জাগেনি; কিন্তু সে দু'বারের বেলায় আল্লাহ তাআলা আমার এবং সে কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরপর আর কক্ষনো সে ব্যাপারে আমার কোনো খেয়াল জাগেনি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করেছেন।

বুখারী শরীফে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, কা'বা গৃহের নির্মাণকালে রাসূল ﷺ এবং আব্বাস রাযি. পাথর বহন করছিলেন। আব্বাস রাযি. তাঁকে বললেন, 'লুঙ্গি কাঁধে রাখো। তাহলে বহনজনিত যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবে।' তখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেলো এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুঙ্গি বেঁধে দেওয়া হলো। অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, এরপর আর কখনো তাঁর সতর দেখা যায়নি।[২৫]

রাসূল ﷺ এর সকল কাজ ছিলো আকর্ষণীয়। তিনি সর্বোত্তম চরিত্র ও মহানুভবতার অধিকারী এবং সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য ছিলেন। তাঁর মাঝে ছিলো শিষ্টাচার, নম্রতা-ভদ্রতা, দয়া, দূরদর্শীতা, সত্যবাদিতা এবং সদালাপ-সদাচারের মতো সর্বপ্রকার মহৎ

২৪. ইবনে হিশাম: ১/১২৮
২৫. সহীহ বুখারী: ১/৩

গুণের সমাহার। তাঁকে কখনো মিথ্যা স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যবাদিতার জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, আরববাসীগণ সকলেই তাঁকে 'আল-আমীন' বলে আহ্বান করতেন।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন আরববাসীদের মাঝে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদীজা রাযি. সাক্ষ্য দিতেন যে, তিনি অভাবগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং ন্যায্য দাবিদারদের সহায়তা করতেন। তাছাড়া তিনি অতিথিপরায়ণতার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২৬]

শিক্ষা:

একজন যোগ্য নেতা বা দাঈকে অবশ্যই উত্তম গুণাবলীতে গুণবান হতে হবে।

নবুওয়াতী জীবন

রিসালাত ও দাওয়াত

দাওয়াতের সময়কাল এবং স্তরসমূহ আলোচনা ও অনুধাবনের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াতী জীবনকালকে আমরা দু'টি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। কাজকর্মের ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য। সাফল্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এর এক অংশ অন্য অংশ থেকে ছিলো ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। যথাক্রমে অংশ দু'টি হচ্ছে–

০১. মক্কায় অবস্থানকাল প্রায় ১৩ বছর।
০২. মদীনায় অবস্থানকাল ১০ বছর।

তারপর মক্কায় অবস্থানকাল ও কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি অনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা–

---

২৬. সহীহ বুখারী: ১/৩

০১. সর্বসাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের স্তর (৩ বছর)।

০২. মক্কাবাসীদের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত)।

০৩. মক্কার বাহিরে ইসলামের দাওয়াত ও বিস্তৃতির স্তর।

মদীনায় অবস্থান ও কার্যপ্রক্রিয়ার স্তরসমূহ যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

নবুওয়াতের আলোকধারা

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন তাঁর দ্বীনের বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা জনগণ ও তাঁর মাঝে এক ধরনের প্রাচীর তৈরি করে দেয়। ক্রমান্বয়ে তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠে। খাবার ও পানি নিয়ে তিনি মক্কা হতে দু'মাইল দূরে জাবালে নূরের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

পুরো রমজান মাস তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। মশগুল থাকতেন বিশ্বপরিচালক মহান সত্তার ধ্যানে। স্বগোত্রীয়দের অর্থহীন বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁকে খুবই পীড়া দিতো। কিন্তু তখন তাঁর সামনে এমন কোনো পথ ছিলো না, যে পথে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান পাবেন।[২৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হেরা গুহায় গমন মূলত আল্লাহ তাআলা'র ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। যার জন্য নবুওয়াতের মতো এক মহানেয়ামত নির্ধারিত হয়ে আছে। যিনি মানবজাতিকে গোমরাহী থেকে উদ্ধার করবেন, তাদেরকে পথ নির্দেশনা দেবেন; তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন– তিনি দুনিয়াবী সকল কাজ থেকে মুক্ত থেকে নির্জনে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ

২৭. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৪৭; ইবনে হিশাম: ১/২৩৫-২৩৬ পৃ.; ফী যিলালিল কুরআন: ২৯/১৬৬